আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার বেহাল দশা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নামেই শুধু প্রথম শ্রেণির পৌরসভা; বাস্তবে এখানে রাস্তাঘাট ও পানি নিষ্কাশনের উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই, মেলেনি কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সেবাও। সকল প্রকার উন্নয়নের বাইরে রয়ে গেছে বন্ডবিল ৯ নম্বর ওয়ার্ডসহ পৌরসভার বেশিরভাগ এলাকা। দৃশ্যমান কিছু আধুনিকতার ছোঁয়া কেবল মেলে উপজেলা চত্বর, হাইরোড ও থানার সম্মুখে। পৌরসভার পাশ ঘেঁষেই রয়েছে মাছের বাজার, কাপড়পট্টি ও টহবাজার, যেখানে অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

চার দশকের অপেক্ষা আর ৫ হাজারের বেশি মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— “আমরা কি সত্যিই পৌরসভার নাগরিক?”

১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আলমডাঙ্গা পৌরসভাটি দীর্ঘ পথচলায় প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, ড্রেন, সড়কবাতি ও বাজার উন্নয়নসহ নানা অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান হলেও সেই উন্নয়নের ছোঁয়া এখনো পুরোপুরি পৌঁছায়নি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বন্ডবিল এলাকায়।

পৌরসভা সূত্রমতে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যা ৫ হাজার ৪৮১ জন। এখানে ৭৩৭টি হোল্ডিং এবং প্রায় ২ হাজার৩০০ ভোটার রয়েছেন। প্রতি বছর এই ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫৬ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়। অথচ স্থানীয়দের অভিযোগ— কর ও হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়মিত পরিশোধ করলেও নাগরিক সুবিধা থেকে তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত।

সরেজমিনে দেখা যায়, ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকায় কোনো পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অনেক এলাকার মানুষকে এখনও কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথম শ্রেণির পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও তাদের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে ইউনিয়ন পর্যায়ের অনুন্নত এলাকার মতোই রয়ে গেছে। ওয়ার্ডের ভেতরের প্রধান সড়কটিও বিভিন্ন স্থানে ভেঙেচুরে পড়ে আছে, যা সংস্কারে দীর্ঘদিনেও কোনো কার্যকর

উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, সড়কবাতির অবস্থাও অত্যন্ত হতাশাজনক। কিছু স্থানে খুঁটি ও বাতি স্থাপন করা হলেও অনেকগুলোতে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে রাতের বেলায় চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয় প্রবীণদের ভাষায়, “পৌরসভা হওয়ার পর থেকে অনেক নির্বাচন দেখেছি। প্রতিবারই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে বন্ডবিলে বড় ধরনের কোনো উন্নয়ন চোখে পড়েনি।”

তরুণদের অভিযোগ আরও স্পষ্ট। তাদের মতে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডের তুলনায় ৯ নম্বর ওয়ার্ড উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নাগরিক সুবিধার দিক থেকে এই ওয়ার্ডটি এখনো পৌর এলাকার পরিবর্তে একটি অবহেলিত ইউনিয়নের চিত্র বহন করছে।

একাধিক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা যদি ইউনিয়নের অধীনে থাকতাম, তাহলে কর কম দিতে হতো। কিন্তু প্রথম শ্রেণির পৌরসভার নাগরিক হয়েও আমরা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি না।”

স্থানীয়দের দাবি— এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ, ভাঙাচোরা সড়ক সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং কার্যকর সড়কবাতির ব্যবস্থা করা হোক।

২০০৪ সালে আলমডাঙ্গা পৌরসভা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার পর দুই দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও বন্ডবিল এলাকার মানুষের প্রত্যাশিত নাগরিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমেই বাড়ছে।

এদিকে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোটাররা এবার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বাস্তব কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। তাদের মতে, রাস্তা, ড্রেনেজ, সড়কবাতি, নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাই হবে আগামী নির্বাচনের প্রধান ইস্যু।

প্রথম শ্রেণির পৌরসভার পরিচয় পাওয়ার বহু বছর পরও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাজারো মানুষের মনে আজও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— “আমরা পৌরসভাকে কর দিচ্ছি, কিন্তু পৌরসভার নাগরিক সুবিধা কি

সমানভাবে পাচ্ছি?” এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে বন্ডবিলের প্রায় আড়াই হাজার ভোটার এবং ৫ হাজারের বেশি সাধারণ নাগরিক।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন-রাস্তার চরম দুর্ভোগ, স্থানীয়দের উদ্যোগে সংস্কার শুরু

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ড্রেন ও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পৌরসভার কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগেই ড্রেন পরিষ্কার ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা বিরাজ করছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেনের পানি উপচে রাস্তায় উঠে আসে এবং অনেক সময় বাসাবাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ে। এতে পুরো এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ড্রেন পরিষ্কার ও আংশিক রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। সোমবার (৫ এপ্রিল) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ড্রেনের ঢাকনা খুলে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে, যাতে পানি চলাচল স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি কাঁচা ও ভাঙা রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা পৌরসভা থেকে কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা পাই না। বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে নিজেরাই কাজ শুরু করেছি।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন সংস্কার, রাস্তা উন্নয়ন কিংবা জলাবদ্ধতা নিরসনে পৌরসভার কার্যকর কোনো উদ্যোগ দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এলাকাবাসী দ্রুত আলমডাঙ্গা পৌর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তারা উন্নত ও টেকসই সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি এবং জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত স্থায়ীভাবে ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন না হলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপই এখন এলাকাবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

দুদকের মামলায় ফেঁসে গেলেন সাবেক মেয়রসহ চার কর্মকর্তা

চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। তদন্ত শেষে ঝিনাইদহ দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে চার্জসীট দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাবু বিশ্বাস। মামলায় অন্যান্য আসামীরা হলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক সচিব আজমলহোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চান ও হিসাব রক্ষক মখলেচুর রহমান। তারা ২০১১ সালের ১ জুন থেকে ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭টি কাজের

বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ ও ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা উত্তোলন করেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন কাজের বিলের টাকা বিল ভাউচারের বিপরীতে চেকে অতিরিক্ত অঙ্ক বসিয়ে ও অঙ্কটি কথায় লিখে আসল চেকের টাকাসহ অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার হিসাব নং ৩১৬ থেকে তিন লাখ আটান্ন হাজার উনিশ টাকার বিপরীতে চেকের মাধ্যমে তারা ৩০ লাখ টাকা অতিরিক্ত তুলে নেন। এই নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর বিরুদ্ধে দুদক তিনটি মামলায় চার্জসীট দিল।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১ জুন তারিখে পৌরসভার ক্যাশ বইতে জনৈক নওশের আলীর নামে ১০ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ আছে। অথচ ১০ হাজার টাকার স্থলে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে চার লাখ টাকা বেশি উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। নওশের আলী ছাড়াও যাদের নামে চেক ইস্যু করা হয়েছে তারা হলেন, প্রসাশনিক

কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চানের নামে ১২টি, নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীনের নামে ২০১৩ সালের ৩ মার্চ ৩০৬ নং ভাউচারে ৩ হাজার ২১২ টাকার স্থলে ২ লাখ ৩ হাজার ২১২ টাকা, ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টম্বর হিসাব রক্ষক মখলেছুর রহমানের নামে ৭৯ নং ভাউচারে ১৩ হাজার দুই’শ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৩ হাজার ২০০ টাকা, ২০১১ সালের ৬ জুন দেলোয়ার হোসেনের নামে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, ২০১১ সালের ২৩ আগষ্ট এবং ২০ সেপ্টেম্বর ১১৩ ও ১৫৫ নং ভাউচারে সাইদুর রহমানের নামে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকার স্থলে ৩ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকা, কনজারভেন্সি পরিদর্শক সামছুল আলমের নামে যথাক্রমে ১০, ৪৫, ১০০, ১৪৮ ও ৩৮২ নং ভাউচারে এক লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকার স্থালে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকা, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি ২২১ নং ভাউচারে কমিশনার তোফাজ্জেল হোসেনের নামে ২১ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ২১ হাজার, ২০১৩ সালের ১১ আগষ্ট ৩৭ নং ভাউচারে পানি বিভাগের বিল ক্লার্ক আনোয়ার হোসেনের নামে ৫ হাজার ৪০ টাকার স্থলে ২ লাখ ৫ হাজার ৪০ টাকা, একই বছরের ১১ আগষ্ট ৩৪ নং ভাউচারে কমিশনার মতলেব মিয়ার নামে ৫০ হাজার টাকার স্থলে দেড় লাখ টাকা, ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি

২৪৩ নং ভাউচারে জনৈকা সাহিনা মৌসুমির নামে ১০ হাজারের স্থলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, ১১০ নং ভাউচারে কমিশনার সাইফুল ইসলাম মধুর নামে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে যার চেক নং ৯৩৯৪৮৩৯, ৩০ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালের পহেলা মে মাসে ৩০০ নং ভাউচারে মিঠু ইলেক্ট্রনিক্সের নামে ১৫ হাজার ৪১০ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা, ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ২১৯ নং ভাউচারে কমিশনার বশির উদ্দীনের নামে ৫০ হাজারের স্থলে আড়াই লাখ টাকা, ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং চেকে রবিউল ইসলামের নামে ৯ হাজার ৬৫০ টাকার স্থলে ৪ লাখ ৯ হাজার ৬৫০ টাকা, ২০১২ সালের ১৮০ ও ২০১৪ সালের ২৮০ ভাউচারে স্যানেটারি ইন্সপেক্টর শংকর কুমার নন্দীর নামে ৭২ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং ২০১৩ সালের ২০ নভেম্বর ১৩৩ নং ভাউচারে ইঞ্জিনিয়ার মুন্সি আবু জাফরের নামে ২১ হাজারের বিপরীতে ১ লাখ ২১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়।

এমন অভিযোগের একটির বিষয়ে সত্যতা জানতে ঝিনাইদহ শহরের মিঠু ইলেক্ট্রিকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তাদের দোকান থেকে ২০১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি দুই হিসাবে ৩২’শ টাকা, একই বছরের ৭ জুলাই ২৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২০ এপ্রিল ৯৩০০ টাকার হিসাব পরিশোধ করা হয়। কোনক্রমেই তাদের দুই লাখ টাকার বিল পৌরসভা দেয়নি।

চার্জসীটের বিষয়ে ঝিনাইদহ দুর্নীতিদমন কমিশনের আইনজীবী এ্যাড আবু তালেব শুক্রবার দুপুরে জানান, “চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ পৌরসভার

সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। চার্জসীট দাখিলের পর আসামীদের আদালত থেকে জামিন গ্রহনের বিধান রয়েছে। তবে তারা জামিন নিয়েছেন কিনা তা জানি না”।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে

মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌর সভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। পৌর প্রশাসকের আয়োজনে পৌরসভা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

অভিযানের সময় শহরের রাস্তা, ড্রেন ও নালা পরিস্কার রাখা হয়েছে এবং মশার বংশবিস্তার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক পান্না আকতার বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং নোংরা আবর্জনা স্তূপ না বানিয়ে নিজ নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।”

অভিযানে অংশ নেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। তিনি বলেন, “মশা বাহিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আবর্জনা স্তূপ ও নোংরা পানির জমার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।”

নিয়মিত কর দিলেও মিলছে না শৈলকুপা পৌরসভার নাগরিক সুবিধা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভা-এ মিলছে না প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হলেও সেবার মান যেন পরিষদের চেয়েও নিম্নমানের। শহরজুড়ে ভাঙাচোরা সড়ক। সামান্য বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা, আর রাত নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় অধিকাংশ এলাকা। এর সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্ভোগ নিত্যদিনের সঙ্গী। পৌরবাসীর অভিযোগ, নিয়মিত কর পরিশোধ করেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা।

জানা যায়, শৈলকুপা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। প্রায় ২২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই পৌরসভার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। কিন্তু সেবার মান একেবারেই তলানিতে। পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, অনেক সড়কের পিচ অনেক আগেই উঠে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছে ছোট-বড় যানবাহন। কোথাও আবার এখনো নির্মিত হয়নি পাকা সড়ক। কোথাও একযুগ আগে ইটের সলিং করা হলেও সেই রাস্তায় চলাচল করতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে। শুকনো মৌসুমে ধুলার কারণে পথচারী ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়। আবার বৃষ্টি হলেই সড়কের খানাখন্দে পানি জমে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা।

পৌরবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বসবাস করলেও তারা ন্যূনতম নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত। ড্রেন তো দূরের কথা, অনেক এলাকায় নেই ভালো রাস্তা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্ভোগ তাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না ড্রেন। সড়কবাতির অভাবে রাত হলেই অন্ধকারে চলাচল করতে হয় বাসিন্দাদের। এছাড়া পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থাও নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের এক বাসিন্দা বলেন, আমরা নিয়মিত পৌরসভার কর দিচ্ছি। কিন্তু সেই অনুপাতে কোনো সেবা পাচ্ছি না। রাস্তাঘাটের অবস্থা এত খারাপ যে সামান্য বৃষ্টি হলেই চলাচল করা যায় না। ড্রেন পরিষ্কার না করায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাসিমা খাতুন নামের এক বাসিন্দা বলেন, রাতে সড়কবাতি না থাকায় খুবই ভয় নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। বিশেষ করে নারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বড় ঝুঁকি। বর্জ্য সময়মতো অপসারণ না করায় পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

আব্দুল হালিম নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, শৈলকুপা পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর হলেও নাগরিক সুবিধা তৃতীয় শ্রেণীর মতো। সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। অনেক সময় নিজ খরচে পানি সংগ্রহ করতে হয়। আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধান চাই।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এ কে এম শরিফুল ইসলাম বলেন, পৌরসভার সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ইতোমধ্যে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ভাঙাচোরা সড়ক সংস্কার, নতুন করে পাকা রাস্তা নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো

চিহ্নিত করে কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে ইউনও

আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা বিনির্মাণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সরাসরি ভূমিকা রাখছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার।

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার সুযোগ্য প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা পান্না আক্তার।

পরিদর্শনকালে তিনি স্টেশন চত্বরের সার্বিক পরিবেশ, যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বর্তমান অবস্থা এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জনসাধারণের জন্য স্টেশন এলাকাকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইউএনও পান্না আক্তার বলেন, আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন শুধু একটি যাতায়াত কেন্দ্র নয়, এটি পৌর এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এখানকার পরিবেশ পরিস্কার ও সুন্দর থাকলে যাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এসময় পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমে আরও গতি আসবে এবং আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন একটি পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক রূপ লাভ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশাপাশি তদারকিতে ভূমিকা রাখছে আলমডাঙ্গা

নাগরিক কমিটি।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে যোগদান করলেন এসিল্যান্ড শাহিন আলম

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। গত ১৭ ডিসেম্বর দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান নড়াইল জেলার সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে বদলী হন। একই পদে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম দর্শনা পৌর প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রথম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বেলা ২টায় পৌর প্রশাসকের কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন। দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক শাহিন আলম যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল।

এ সময় তিনি বলেন, মানুষের সেবায় হবে আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য। দর্শনা পৌরবাসী সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়।

তিনি আরো বলেন, আমি জানি পূর্বের প্রশাসকও ভালমনের মানুষ ছিলেন। সাবেক পৌর প্রশাসকের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসী। তিনি অল্প দিনে দর্শনা পৌরবাসীর মন জয় করতে পেরেছিলেন। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে বর্তমান পৌর প্রশাসক মানুষের সেবা দিবেন।

নবাগত পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, জনগণের চাহিদা থাকে

রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে পেতে সহায়তা করা। একই সাথে আপনাদেরকে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই। যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা যেটুকু বাকি আছে আমি চেষ্টা করব পরিশোধ করতে।

মতবিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন, দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া, শফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়ন কমিটি গঠন

দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় দর্শনা পৌর কার্যালয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আরিফিনের সভাপতিত্বে এ কমিটি গঠনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন ক্যাশিয়ার মমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সভাপতি সরওয়ার হোসেন, উচ্চমান সহকারী শাহ আলম, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, প্রধান সহকারী রুহুল আমিন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে আরিফিন হোসেনকে সভাপতি ও হারুন অর রশিদকে সাধারণ সম্পাদকসহ পূর্বের কমিটিকে আবারও ৩ বছরের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জননেতা অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সভাপতি বড় বাবু, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে পৌরসভার অভিযান

আলমডাঙ্গায় পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান পরিচালনা করেছে।

গতকাল বুধবার বিকাল ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদী ইসলাম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে কালিদাসপুর সাদাব্রিজ থেকে আনন্দধাম ব্রিজ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের উচ্ছেদ করার পাশাপাশি কয়েকটি দোকানের মালামালও জব্দ করা হয়। এছাড়াও ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিকল্প জায়গা দেখিয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা অবৈধ দখল অপসারণ করে জনসাধারণের চলাচল সহজ করার লক্ষ্যে গত সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিকভাবে এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মাহফুজ রানা, বাজার পরিদর্শক সুরত আলী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সেক্রেটারি প্রভাষক খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব হাবিবুল করিম চঞ্চল।

এদিকে ধারাবাহিক এ অভিযানে আরও কঠোর না হওয়া পর্যন্ত এর সুফল পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন জনসাধারণ।

অভিযান শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জনগণের জন্য ফুটপাত উন্মুক্ত রাখা হচ্ছে। জনগণের সুবিধার্থে এবং জনস্বার্থ রক্ষায় এই পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে চলবে।